মিলে আর্ট প্রোডাকসনের নিবেদন

অন্তরীক্ষ

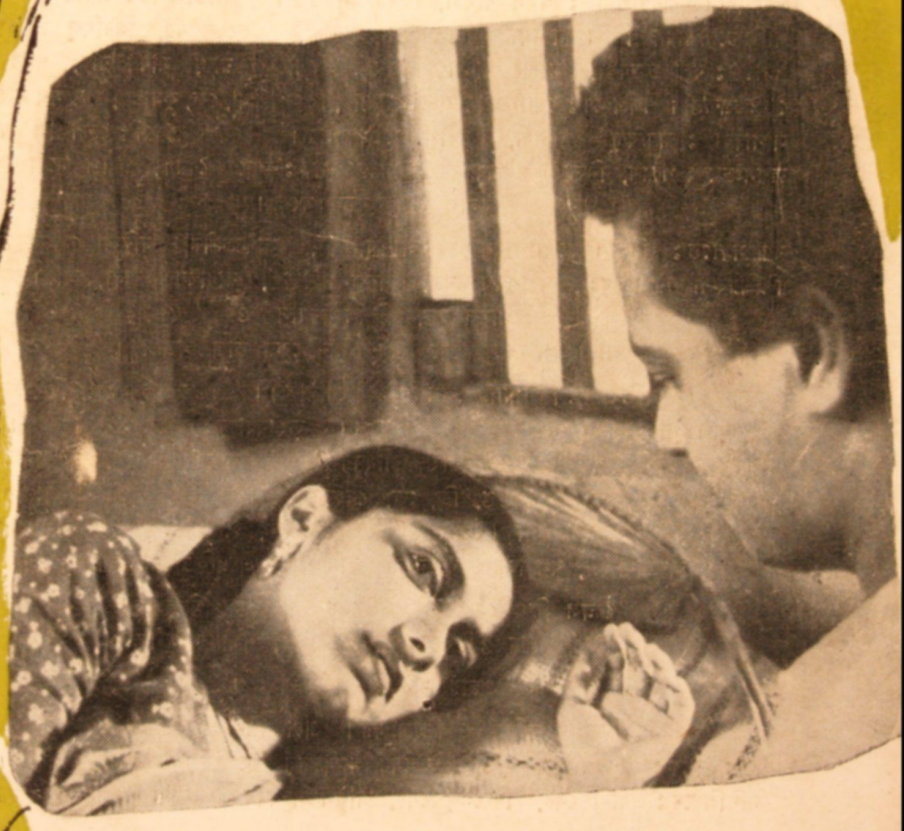

সিনে আর্ট প্রোডাকসনের বাস্তবধর্ম্মী চিত্র নিবেদন

"অন্তরীক্ষ"

মূল কাহিনী সূত্র ঃ তুলসী লাহিড়ী

চরিত্র চিত্রণে : ছবি বিশ্বাস, প্রবীরকুমার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ), কালীপদ চক্রবর্ত্তী, (এ্যাঃ) প্রেমাংশু বসু, দিলীপ রায়, অমৃত দাশগুপ্ত, হরিমোহন বসু, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, পারিজাত বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, অমর ঘোষ, কালীকৃষ্ণ মিত্র, পথল সাহু, তপনকুমার, সতু, ননী, নুকড়ে, ও সমীর।

পদ্মা দেবী, রেবা বসু, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রুণু মল্লিক, কমলা অধিকারী, কৃষ্ণা গুহ, রীণা দাস, উষা দেবী, গীতা, গায়েত্রী, পারুল, ফুলকুমারী, স্বরূপলতা,

এ নবাগতা ঃ **কাজল চট্টোপাধ্যায়।**

চিত্রগ্রহণে ঃ দীনেন গুপ্ত। শব্দানুলেখনে ঃ বহির্দৃশ্যে ঃ অবনী চট্টোপাধ্যায়। অন্তর্দৃশ্যে ঃ দেবেশঘোষ। সঙ্গীত ও শব্দ পূর্ণ লেখন ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। শিল্প পরিকল্পনা ঃ বংশী চন্দ্র গুপ্ত। শিল্প নির্দ্দেশনায় ঃ রবি চট্টোপাধ্যায়। সহকারী ঃ সুরথ দাস। সম্পাদনায় ঃ সুকুমার সেনগুপ্ত। রূপসজ্জায় ঃ মনতোষ রায়। দৃশ্য নির্ম্মাণে ঃ সুবোধ লাল দাস। আলোক সম্পাত ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য্য। ব্যবস্থাপনায় ঃ অমল বাগচী, বিজয় সেনগুপ্ত। পরিচালনায় ঃ প্রধান সহকারী শান্তি চট্টোপাধ্যায়। সহকারীগণ পরিচালনায় ঃ প্রণব বসু, সুখেন ধর, অরবিন্দু ভট্টাচার্য্য। সঙ্গীতে ঃ ধার চক্রবর্ত্তী, আশীষ খান। চিত্রগ্রহণে ঃ সৌমেন্দু রায়, সাধন রায়, শঙ্কর গুহ, কেষ্ট চক্রবর্ত্তী। শব্দগ্রহণে ঃ জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু পরিধা, কে, কুমারন, উদয়নাথ সাঁওই। সম্পাদনায় ঃ অরবিন্দু ভট্টাচার্য্য, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। দৃশ্য নির্ম্মাণে ঃ ছেদীলাল শর্ম্মা। রূপসজ্জায় ঃ পরেশ, নিতাই ও পঞ্চানন। ব্যবস্থাপনায় ঃ জয়দেব বৈরগী, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় দুলাল দাস, রতন মণ্ডল।

যন্ত্র সঙ্গীতে ঃ নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ খান, সাগীরুদ্দীন, দক্ষিণা মোহন ঠাকুর, শিশিরকণা ধর চৌধুরী, মহাপুরুষ মিত্র, নানকু মহারাজ, রাধাকান্ত নন্দী, আলোক দে, অনিল দত্ত, নির্ম্মল বিশ্বাস ও
আলী আকবর কলেজ অব্ মিউজিকের ছাত্র ছাত্রীগণ।

কণ্ঠসঙ্গীত ঃ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপলতা (বোম্বাই)। গীত রচনা ঃ পণ্ডিত ভূষণ। নৃত্য পরিচালনা ঃ পণ্ডিত রামনারায়ণ মিত্র। তত্ত্বাবধানে ঃ সন্তোষ কুমার ধর। অপ্‌টিক্যাল প্রক্রিয়া ঃ এম ভি রাও ব্যামনর রিসার্চ লেবরেটরী লিমিটেড (বোম্বাই)। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত, জি, কে, মেহতা, সুবীর হাজরা, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), প্রভাস মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), প্রাণেন সেন, হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বেহালা), অনুরাধা গুহ, বসনালয় ও বাসনালয় (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা)।

বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী প্রাইভেট লিমিটেড পরিস্ফুটিত।
টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

প্রচার সচিব ঃ শচীন সিংহ।

স্থিরচিত্র ঃ টেক্‌নিক ও শিল্পমন্দির। প্রচার শিল্পী ঃ রায় আর্টস।
বহির্দৃশ্যে ঃ ভয়েজ অফ ইণ্ডিয়া ফিল্মসের গমোকেলী টিরোফোনিক শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
লিপিলিখনে ঃ ভবানী সেন, বিমলেন্দু সেন, অনিল সরকার। কর্ম্মকর্ত্রী ঃ সুমনা ভট্টাচার্য্য।

পরিবেশনায় ঃ **নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।**

সঙ্গীত পরিচালনার : **ওস্তাদ আলী আকবর খান।**

পরিচালনায় ঃ **রাজেন তরফদার।**

গল্পাংশ

কুমার নরেন্দ্র প্রতাপের বিয়ে! শালবনী গ্রামের জমিদার রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের একমাত্র বংশধরের বিয়ে! বিয়ের উৎসবে বাইজী গানের আসর বসবে—কিন্তু সাধারণ একটা কিছু নয় সত্যিকার ভালো বাইজী চাই। জমিদার বাড়ীর ইচ্ছানুসারে বাইজী সংগ্রহের ভার পড়লো জয়ন্তর উপর।

জয়ন্ত কুমারের আবাল্য বন্ধু। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এবং তাঁর সহধর্মিনী তার পিতা-মাতার তুল্য। শালবনী গ্রামের জমিদার বাড়ীতেই সে মানুষ হয়েছে। রাজা বাহাদুর জমিদার হলেও, আদর্শনিষ্ঠ। জয়ন্তকে তিনি খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন নি—জীবনে পূর্ণতা লাভেরও সুযোগ করে দিয়েছেন। নিজে অভিভাবক সেজে তিনি জয়ন্তরও বিয়ে দিয়েছেন।

জয়ন্ত এসব জানে। জীবনে কোনোদিনই সে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পেত না, বাণীর মতো মেয়েকে সহধর্মিনী হিসেবে পাওয়া সম্ভবও হ'ত না—যদি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এবং তাঁর স্ত্রী সস্নেহে তাকে মানুষ না করতেন।

বাইজীর খোঁজে জয়ন্তকে বারাণসী যেতে হ'ল কিন্তু সেই যাওয়াই তার জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে অপ্রত্যাশিত ভাবেই ব্যাহত করলে। বাইজীর খোঁজ পাওয়া গেল—কিন্তু হারালো মণি ব্যাগটা। এক অসতর্ক মুহূর্তে সেটা পকেটমারের কবলিত হয়েছে। টাকা কড়ির চেয়ে অনেক মূল্যবান জিনিষ ছিল মণি-ব্যাগটার ভিতর। যার সঙ্গে বাণীর জীবনেরও একটা যোগসূত্র ছিল তেমনি একখানি চিঠি।

বিয়ের উৎসব শেষ হ'ল। কিন্তু জয়ন্তর মনে শান্তি ফিরে এলো না বরং; অশান্তির বেগ দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। গুরুতর লাভের আশায় হারানো মণি-ব্যাগের সূত্র ধরে শালবনী গ্রামে এসে উপস্থিত হ'ল এক দুবৃত্ত। সে নাকি বাণীর জীবনের এমন অনেক কথা জানে যা' প্রকাশ করলে জয়ন্ত সামরিকভাবে অপদস্ত হবে। হৃদয়হীন দুবৃত্তের কাছে ক্ষমা নেই।

তবে, পরিত্রাণের অন্য একটা উপায় আছে। সে উপায় পঁচিশ হাজার টাকা। জয়ন্ত সে দাবী পূরণ করতে না পারলে বিপর্যয় সুনিশ্চিত! জয়ন্ত গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

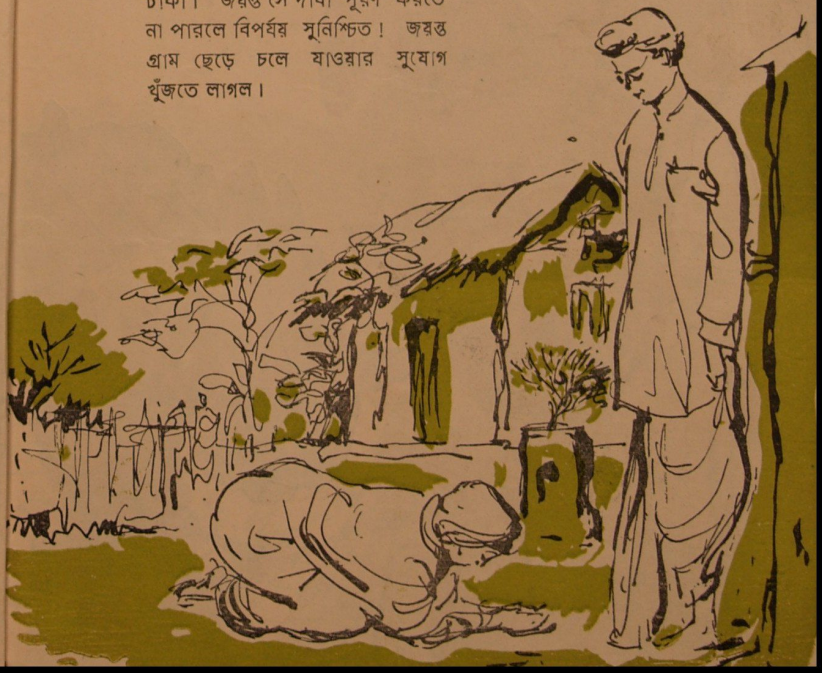

অবশেষে একদিন সুযোগ এলো। স্কুলের মঞ্জুরীর জন্য পঁচিশ হাজার টাকা জমা দেওয়ার প্রয়োজন। জয়ন্ত সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই পঁচিশ হাজার টাকা সমেত রওনা হ'ল। কিন্তু বেশিদূর যাওয়ার আগেই পথিমধ্যে সেই দুবৃত্ত তাদের গতিরোধ করলে। জয়ন্তর অনুরোধ-উপরোধের উত্তরে সে উদ্যত ছোরা নিয়ে এগিয়ে এলো। ঘটনার আকস্মিকতায় বাণী দিশেহারা হয়ে পড়লো। উত্তেজনার চাপে তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ল।

জমিদার মহেন্দ্র প্রতাপ সবই জানতে পারলেন। খুনের দায়ে এবং তহবিল তছরূপের অভিযোগে পুলিশ জয়ন্তকে হাজতে দিয়েছে জেনে তিনি মর্মাহত হলেন কিন্তু তার বেশী কোনো কর্তব্য কাজ আছে বলে মনে করতে পারলেন না। জয়ন্ত তার স্নেহের পাত্র হলেও, অন্যায়কে সমর্থন করা চলে না। ঘরে-বাইরে সকলের সব অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি সংকল্পে অটল রইলেন। জয়ন্ত যে তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাস নেই, এ পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস নেই!

তবু যেন সংশয় জাগে! জয়ন্তর নির্দোষীতা প্রমাণের জন্য বাণীর দিদিমার দেওয়া চিঠিগুলো কেমন যেন গোলমাল করে দেয়। বহুদর্শী মহেন্দ্রপ্রতাপ অস্থির হয়ে পড়েন।

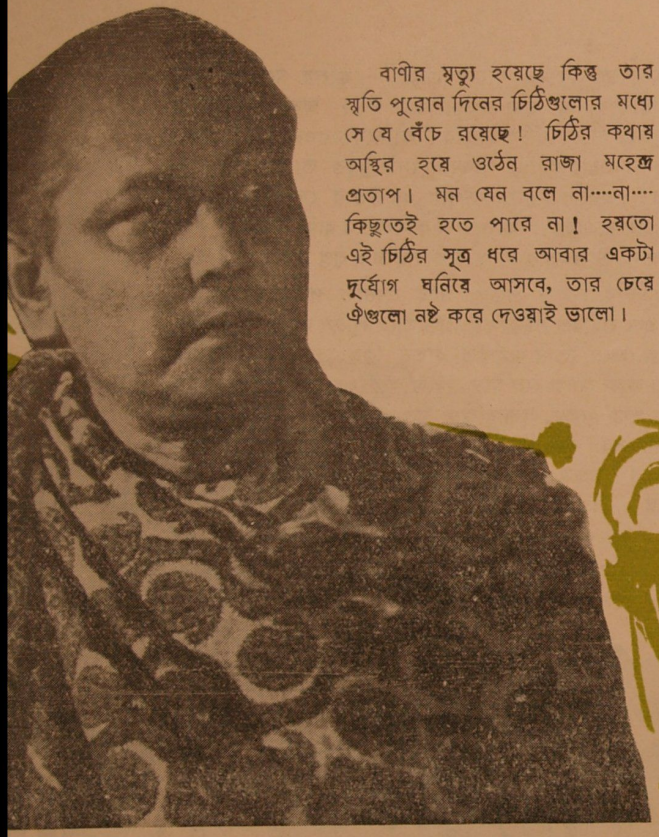

বাণীর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তার স্মৃতি পুরোন দিনের চিঠিগুলোর মধ্যে সে যে বেঁচে রয়েছে! চিঠির কথায় অস্থির হয়ে ওঠেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। মন যেন বলে না····না···· কিছুতেই হতে পারে না! হয়তো এই চিঠির সূত্র ধরে আবার একটা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে, তার চেয়ে ঐগুলো নষ্ট করে দেওয়াই ভালো।

অগ্নিদগ্ধ চিঠিগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি চিন্তার রাজ্যে সমাহিত হয়ে পড়েন········। চমক ভাঙ্গে রাণীমার ডাকে—জয়ন্তর ছেলে········। আদর করেন সেই সদ্যজাত শিশুকে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ········।

এ কে এ কে সবই মনে পড়ে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের··········
রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ বুঝতে পারেন সময় বেশী নয়-—মিথ্যে হিসেবে নিকেশে দেরী হয়ে গেছে—অনেক দেরী হয়ে গেছে?

SAROJ

সঙ্গীতাংশ

[১]

তরস তরস গয়ে সনয়েন বিচারে,
পিয়াকে দরশ কো ইয়ে মতোয়ারে,
তরস তরস গয়ে নয়েন।
কবহুঁতো আই হ্যাঁয় মুখ পিয়ালৈ হ্যাঁয়।

সুখসে কটি হ্যাঁয় দিন রয়েন।
মোরে পিয়া মত্ত অঙ্গনা মে আই হ্যাঁয়
ফুলোয়া সিয়ারে খিল খিলজৈ হ্যাঁয়
মন মে বসি হ্যাঁয় সুখ চয়েন।

মোরে পিয়া সব ঘরোয়ামে আই হ্যাঁয়
রুটি হুঁ ম্যায় পিড়া মোকৌ মনৈ হ্যাঁয়
বোলি হ্যাঁয় মীঠে মীঠে বয়েন।

[২]

পী আ জা রে
পিয়া আজারে, মন ভায়ে
ইয়ন রয়েন নীতহী যায়ে।
ইন নয়বন নীদঁ তদী হায় ;
তন কহী হায় মান কহী হায় ;
দিল রো—রো দুখড়ে গায়ে।
বিন তেরে বনী দী জয়ানী ;
দুই থাক ইয়হ ভঁরী সঁওয়ানী ;
সগা হঁসে সিঁয়া কসায়ে।
পিয়া আজারে মন ভায়ে।

[৩]

আঁধিয়ারী হায় রয়েন বিরহ কী হাঁয় রাম !
ঘিরী ঘটা ঘন ঘোর ;
পী দরশন বিন বনী বাওরী (সুঝত মোকো) ;
সুবাত ওর ন ছোরি
পিয়া আও মন ভাঙ,
মোরী বিগড়ী বনাও
মোসে রহো নহী আয়েসো হঠ-ঠাম।
মোরী আঁখিয়া হায় পিয়াসী,
ছাই মন সে উদাসী
দুই জান মুই ভী হনকান
বাদর গরজত—বিজুরী চমকত,
উঠত হিয়া তুফান ;
পল পল ডোলত জীওয়ন নৈয়া
থর থর কাঁপত (মোরো)
থর থর কাঁপত প্রাণ ;
মমপ, ধধপ, পসানী, পনীধ
মধপ, গপম, রেমগ, সাগরে
তোরী দুখিয়া পুকারে, দিল কে সাগরে
তোরী দুখিয়া পুকারে ও দিলকে সহারে
বসো আঁখিয়ো মে মোরী সব আস।

[৪]

আয়ে আয়ে—আয়ে আয়ে মোরে পিয়া
নাচো মোরা জিয়া
আয়রে মোরো পিয়া—
নাচেরে মোরা জিয়া—মোরা জিয়া
মোরে মন রগ পপিয়া পিউ পিউ গায়েরে
গায়রে "পিয়া আয়রে"
আয়ে—আয়ে—আয়ে আয়ে রে—
মোরে রসিয়া রসালে, মম বসিয়া সজীলে
তোরী সাঁওয়ারী সুরতিয়া ভায়ে রে
ভায়েরে—পিয়া আয়ে রে।—
আয়ে আয়ে—আয়ে আয়ে মোরে পিয়া,
তোরী জনিয়া কিশোরী,
বাঁকী-বাঁকী গোরী গোরী
কদমোঁ মে তোরে অঁখিয়া বিছায়ে রে
তোরে কদমোঁ মে অঁখিয়াঁ—অঁখিয়া বিছায়েরে
বিছায়েবে—বিছায়েরে—বিছায়েরে
তোরে কদমোঁ মে অঁখিয়া বিছায়েরে
বিছায়েরে,—পিয়া—আয়েরে।

নারায়ণ পিকচার্স এর

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

★

স্ক্রীণ ক্লাসিক্স-এর নিবেদন—

শরৎচন্দ্রের

চন্দ্রনাথ

সুচিত্রা. উত্তম অভিনীত

★

শ্রীমতি পিকচার্স-এর

শরৎচন্দ্রের

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত

ভূমিকায় ঃ উত্তম, সুচিত্রা

★

কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত

শ্রীশ্রীমা

(সারদা-রামকৃষ্ণ)

প্রধান চরিত্রে ঃ গুরুদাস, অনুভা

★

সুচিত্রা ও উত্তম অভিনীত

স্বাগতম্

পরিচালনায় ঃ অগ্রগামী

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে প্রচার সচিব শচীন সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।